68

দৈনিক বাংলা

তারিখ 27 OCT 1996
পৃষ্ঠা - ৫ কলাম - ২

মেধার স্থান বদল

রাজশাহী বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সম্মিলিত মেধা তালিকা বদলে গেছে। গত সপ্তাহে প্রকাশিত পরীক্ষার ফল আংশিকভাবে বাতিল করে নয়া মেধা তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে বৃহস্পতিবার রাতে। বোর্ডের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ফল প্রকাশের পর কয়েকজন অধ্যক্ষ, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক অভিযোগ আনেন প্রকাশিত মেধা তালিকার যথার্থতা নিয়ে, তদন্তে অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হয়। দেখা যায়, রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের একত্রিশ জন পরীক্ষার্থীর একটি বিষয়ের নম্বর তাদের মোট নম্বরের সঙ্গে যোগ করা হয়নি। ফলে পরীক্ষার ফল সংশোধন করতে হয়েছে এবং এ জন্যই মেধারও স্থান বদলে গেছে।

ভুল হলে অভিযোগ তো আসবেই। অভিযোগ নিয়ে তদন্ত অনুষ্ঠানও প্রশংসনীয় ব্যাপার। ভুল স্বীকার করে সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণও উচ্চ প্রশংসার বিষয়। এর কোন ব্যতিক্রম হতে পারে তা আমাদের জানা ছিল না। রাজশাহী বোর্ডের এই সংশোধন প্রচেষ্টাকে কিন্তু তেমন খোলা মনে প্রশংসা করা যাচ্ছে না। দ্বিধা জাগছে। তবে এ দ্বিধা সংশোধনের উদ্যোগের চেয়ে এমন একটা ব্যাপারে যে সংশোধনের প্রয়োজন পড়ে, এ নিয়ে। এই সংশোধনের উদ্দেশ্য যদি প্রকাশিত ফলের গ্রহণ বা নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোই হয়ে থাকে, দ্বিধাহীনভাবে বলা যায়, উদ্যোগটি ব্যর্থ হয়েছে। বোর্ডের গোটা ফলই এখন প্রশ্ন সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মেধা তালিকায় নাম থাকতে পারে এমন সম্ভাবনা যাদের আছে, তারা তালিকায় নাম না দেখলে অভিযোগ জানানোয় উদ্যোগী হবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নেহাত পাস করাই যাদের বিবেচ্য, তাদের ক্ষেত্রে যদি ভুল-ত্রুটি ঘটে যায়, ভাগ্যকে দোষ দেয়ার অতিরিক্ত উদ্যোগ তাদের দিক থেকে আসার সম্ভাবনা নেই। শীর্ষ তালিকার ভুল স্বীকার করে নেয়ার পর বোর্ড কি নিশ্চিত করে বলতে পারেন, নিম্নতর স্তরে বা অন্য কোথাও আর কোন ভুল হয়নি? আর এমন একটা সংশয় বা সন্দেহ যখন মাথা তুলে দাঁড়ায় সংশ্লিষ্ট বোর্ডের ফল, এমন কি খোদ বোর্ডেরই আর বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে না।

মেধা তালিকা সংশোধন করে বোর্ড যদি যোগ্য মেধাকে যথাস্থানে স্থাপন করে থাকেন, কাজটা অবশ্যই ভাল। তবে এই প্রক্রিয়ায় অকাজ বা মন্দ কাজও বিস্তর ঘটে গেছে। যে পরীক্ষার্থী প্রথম স্থান থেকে অপসারিত হল, তাকে এখন অবশ্যই যথেষ্ট গ্লানি বইতে হবে। অন্তত বিব্রত তো বোধ করতেই হবে। এ ভোগান্তির প্রতিকার কিছু বোর্ডের হাতে আছে কি? কিংবা ভুলের ফলে যাদের স্থান নিম্নে ধার্য হয়েছিল, তাদের এবং তাদের শিক্ষক ও অভিভাবকদের যে যন্ত্রণা সইতে হয়েছে তারই বা প্রতিকার কোথায়? একবার ফল প্রকাশ এবং পরে সংশোধনী প্রকাশের ফলে যেসব জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে কি করণীয় এ নিয়ে বোর্ড নীরব। এ নীরবতা ভাঙতে হবে।

আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই, এ ধরনের কাজের সবটাই খামখেয়ালিপনা বা শিক্ষার্থী অভিভাবকদের স্বার্থ এবং শান্তি নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বলে গণ্য করা দরকার। পরীক্ষার ফল এবং মেধা তালিকার মত গুরুতর বিষয় প্রকাশের আগেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই-বাছাই হওয়া দরকার। আমরা যতদূর জানি, প্রতিটি বোর্ডেই তার ব্যবস্থাও আছে। ফলে অতীতে এজাতীয় ভুল বা ভুলের সংশোধনী ছিল অকল্পনীয়। এবার যা ঘটে গেল তাতে কারও না কারও গাফিলতি কাজ করেছে তাতে সন্দেহ নেই। আমরা আশা করবো, ভুলের সম্ভাবনা নিয়ে যেমন তদন্ত হয়েছে এই গাফিলতি নিয়েও তদন্ত এবং উপযুক্ত প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়া হবে। অন্যথায় বোর্ডেরই কোন বিশ্বাসযোগ্যতা থাকবে না।